



174515 - রযিকি, স্বচ্ছলতা ও ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু দোয়া

প্রশ্ন

বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র য়ে সঙ্গীন অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সে কারণে আমার বাবা তার কর্মস্থলে নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা জানি না তিনি তার এই চাকুরিতে কতদিন থাকতে পারবেন। তারা তাকে ছাটাই করার নোটশি দিয়ে রেখেছে। ... তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। আমি তার জন্য দোয়া করতে কোনও দোয়া শখিতে চাইছিলাম; যাত করে আমাদের অবস্থার উন্নতি হয় এবং আমাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আমি ইন্টারনেটে খুঁজতে গিয়ে একটি দোয়া পয়েছে, কিন্তু এর সত্যতা নিয়ে আমি সন্দহীন। কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে এক বসায় ১২০০০ বার পড়তে বলছে। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সাহায্য কামনা করছি। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদিন দান করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাদের পরিস্থিতিগুলো সহজ করে দেন, আপনার বাবাকে সাহায্য করনে এবং আপনাদেরকে হালাল ও বরকতময় রযিকি প্রদান করনে। সহি সুন্নাহতে দুশ্চিন্তা দূর করা, বপিদ কটে যাওয়া, ঋণ পরিশোধ করা এবং স্বচ্ছলতা অর্জনের জন্য বেশ কিছু দোয়া বর্ণিত হয়েছে। এমন দোয়ার মধ্যে রয়েছে:

১- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনও বান্দা দুঃখ-দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলে যদি বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا ضَيَّعْتُ فِي حُكْمِكَ عَدْلًا فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبْعَ قَلْبِي وَتُورِ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দা ও এক বাঁদীর পুত্র। আমার কপাল (নয়িন্ত্রণ) আপনার হাতে; আমার উপর আপনার নির্দেশে কার্যকরী; আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়পূর্ণ। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনার প্রতটি নামেরে উসীলায়; য়ে নাম আপন নিজেরে জন্য রেখেছেন অথবা আপনার সৃষ্টজীবের কাউকে শখিয়েছেন অথবা আপনি

আপনার কতিবাব নাযলি করছেন অথবা গায়বী জ্ঞানে নজিরে জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন— আপনিকুরআনকে বানিয়ে দনি আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষরে জ্যোতি, আমার দুঃখের অপসারণকারী ও দুশ্চিন্তা দূরকারী।’ তাহলে আল্লাহ তার দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করে দবিনে এবং তদস্থলে তাকে মুক্তি প্রদান করবনে। তাঁকে জিজ্ঞাসে করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এ দোয়াটি শিখিব না? তিনি বললেন: অবশ্যই। যে ব্যক্তি এ দোয়াটি শুনবে তার করণীয় হলো এটি শিখে নেওয়া।”[মুসনাদে আহমদ (৩৭১২)। শাইখ আলবানী সহিত তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন]

২- আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নরিদশে প্রদান করছেন যনে বহিনায় গলে বলে:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

“হে আল্লাহ! হে আসমানের রব, যমনির রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব এবং সকল বস্তুর রব! হে শস্য-বীজ ও আঁটি বদিরণকারী! হে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযলিকারী! আমি প্রত্যেকে এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নকিট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার মাথার অগ্রভাগের চুলগুচ্ছ আপনার হাতে (অর্থাৎ তার নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে)। হে আল্লাহ! আপনি প্রথম; আপনার পূর্বে কিছু নাই। আপনি অন্ত; আপনার পরে কিছু নাই। আপনি বজ্রী; আপনার উপরে কিছু নাই। আপনি গোপন; আপনার চয়ে গোপন কিছু নাই। অতএব, আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দনি এবং আমাকে দারদির থেকে স্বচ্ছল করে দনি।”[সহিহ মুসলমি (২৭১৩)]

৩- আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার এক মুকাতাব দাস (কসিততি নরিদষ্টি অর্থ প্রদানের বনিমিয়ে মুক্তি পতে চুক্তিবিদ্ধ দাস) তার কাছে এসে বলল: আমি আমার নরিধারতি অর্থের পরমাণ অর্জনে অক্ষম হয়ে গেছি, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন: আমি কিতোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দবিনো না যগেলো আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন? সেই বাক্য পড়লে তোমার উপর যদি সীর পাহাড়ের মতো ঋণ থাকে, তাহলেও আল্লাহ সটো তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দবিনে? তুমি বলবে:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! আপনি হারামের বদলে হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করে দনি এবং আপনার অনুগ্রহ দিয়ে অন্য কারো মুখাপেক্ষতা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।[হাদীসটি তরিমযী (৩৫৬৩) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিত তরিমযীতে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেছেন]

মুকাতাবা অর্থ হচ্ছে: কোন দাস তার মনবিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অঙ্গীকার করা যাতে করে মনবি তাকে মুক্ত করে দেয়। আর সীর একটি পাহাড়ের নাম।

৪- ত্বাবারানী তার ‘মুজামুস সগীর’ গ্রন্থে আনাস বনি মালিকি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন: আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিবি না যাতে পড়লে তোমার উপর উহুদ পাহাড়ের সমান ঋণ থাকলেও আল্লাহ সটে তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দিবে? হে মুয়ায! তুমি বলবে:

اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اِرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيَنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

‘হে আল্লাহ! হে রাজত্বের মালিক! আপনি যাকে চান রাজত্ব প্রদান করেন, আর যার কাছ থেকে চান রাজত্ব কড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। আপনার হাতই রয়েছে কল্যাণ। আপনি সবকিছু করতে সক্ষম। আপনি দুনিয়া ও আখিরাতের দয়াময় ও করুণাময়। আপনি যাকে ইচ্ছা এই দুটি থেকে তাকে প্রদান করেন। আর যাকে ইচ্ছা আপনি এই দুটি থেকে তাকে বঞ্চিত করেন। আমার প্রতি এমন অনুগ্রহ করুন যা আমাকে আপনি ছাড়া অন্য কারো অনুগ্রহ থেকে অমুখাপেক্ষী করে রাখবে।’ [শাইখ আলবানী সহিহু তারগীব ওয়াত-তারহীব হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]

৫- যিকি অর্জন করে অন্যতম উপকারী মাধ্যম হচ্ছে বেশি বেশি (ইস্‌তগেফার) ক্‌ষমাপ্রার্থনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً

“আমি বলছি: তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্‌ষমা চাও, নশ্চয়ই তিনি পরম ক্‌ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদ-নদী বানিয়ে দিবে।” [সূরা নূহ: ১০-১২]

দুই:

এই দোয়াগুলোর কোনো দোয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা বদীত ও নব উদ্ভাবিত বিষয়। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বক্তব্যে এসেছে:

‘ইবাদত ও যকিরিরে ক্‌ষত্রে মূল হুকুম হলো: তাওক্বীফী (কুরআন ও সুন্নাহর গণ্ডিতে থমে যাওয়া) এবং আল্লাহর দোয়া বধিান (শরিয়ত) মোতাবেক ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে তাঁর ইবাদত না করা। অনুরূপভাবে এগুলোকে সাধারণ রাখা বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, এর পদ্ধতি বর্ণনা করা ও এর সংখ্যা নির্ধারণ করার ক্‌ষত্রেও। আল্লাহ যে সব দোয়া, যকিরি ও ইবাদতের বধিান দিয়েছেন, তবে সেগুলোকে বিশেষ কোন সময় বা সংখ্যা বা স্থান বা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি।



সগেলোর ক্ষেত্রে আমরা বশিষে পদ্ধতি বা সময় বা সংখ্যা মনে চলা জায়যে নহে। বরং কুরআন-হাদসিে যভেবে উদ্ধৃত হয়েছে আমরা ঠকি সভেবে সাধারণভাবে সে ইবাদতগুলো পালন করব। আর বাচনকি দললি বা কর্মগত দললিরে মাধ্যমে যটেরি কোনে সময় বা সংখ্যা বা স্থান বা পদ্ধতি সাব্যস্ত হয়েছে আমরা ঐ ইবাদতকে তদনুযায়ী পালন করব।

শাইখ আব্দুল আযীয বনি বায, শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফী, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গুদাইয়্যান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি ক্বুউদ।[মাজাল্লাতুল বুহুসলি ইসলাময়্যিহ (২১/৫৩) এবং ফাতাওয়া ইসলাময়্যিহ (৪/১৭৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।